



আমরা কী চাই?

আমরা চাই তাওহীদ ও জিহাদকে একীভূত করতে। আমরা চাই সরাসরি নববী মানহাজ থেকে তাওহীদ ও জিহাদের দীক্ষা নিতে। আমরা চাই তাওহীদ ও জিহাদের সঠিক মর্ম ও তাৎপর্যকে সীমালংঘনকারীদের বিকৃতি ও বাতিলপন্থীদের অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করতে।



বিজয়ের প্রতিশ্রুতি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর বুশ আমাদেরকে পরাজিত করার অঙ্গীকার করেছে। আমরা দেখে নেবো কার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত হয়।



যে ঈমান ঈমান নয়

যে ঈমান কাফেরদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণের কথা বলে না। যে ঈমান কাফেরদের সঙ্গে বিরোধ বজায় রাখার দীক্ষা দেয় না। যে ঈমান কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্দের ঘোষণা করে না। জেনে রাখো সেটা কোনো ঈমানই নয়।



বাইতুল মাকদিসের অধিবাসীদের জন্য সুসংবাদ

হে বাইতুল মাকদিসের অধিবাসীরা, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর! তায়েফায়ে মানসুরার অনুসারীরা তোমাদের নিকট আসছে। তাঁরা তোমাদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শায়েখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করেছেন। তিনি বলেছেন আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করতে আসব, যদিও হাঁটুর উপরে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে হয়।



আমরা এই জিহাদ চালিয়ে যাবো

আমরা এই সংকট সম্পর্কে এবং ইসলাম ও ক্রুসেডের মধ্যকার এই চলমান লড়াই ও সংঘাত সম্পর্কে বলতে চাই যে, আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা আমাদের এই জিহাদকে দৃঢ়তার সাথে অব্যাহত রাখব এবং উম্মাহকে এই জিহাদের প্রতি অনুপ্রাণিত করে যাব। যতক্ষণ না আমরা আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবো এমনত অবস্থায় যে, তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট।



সমস্যার সমাধানের খোঁজে

সমস্যার সমাধানের জন্য তোমাদের বেশি দূর যেতে হবে না, হে আল্লাহর সৈনিকেরা! সমাধান তোমাদের হাতের নিকটই, বরং তা তোমাদের জুতার ফিতা এমনকি তোমাদের শাহরগের চেয়েও অধিক নিকটে। আর তা হল দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া। কারণ যে সম্প্রদায়ই জিহাদ পরিত্যাগ করেছে, তারা অপদস্থ হয়েছে। এবং অন্য এমন সম্প্রদায়কে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তির যাতাকলে পিষ্ট করেছে।



আমরা এই দুনিয়ার জন্য নয়

আমরা এই দুনিয়ার জন্য সৃষ্টি হইনি। আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে আখেরাতের জন্য। এই দুনিয়াতো হচ্ছে একটি কর্মক্ষেত্র এবং বিপদ-আপদ ও পরীক্ষার জায়গা। অতএব হে মুসলিমরা! আখেরাতের অর্জন করার জন্য জেগে ওঠো! একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করো! আল্লাহ এবং তাঁর মুমিন বান্দাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ঘোষণা করো, এবং আল্লাহর শত্রু ইহুদি আমেরিকা এবং মুনাফিকদের সঙ্গে শত্রুতার ঘোষণা দাও! যেন আমরা সেই মহানুভব শরীয়তের ছায়াতলে জীবন-যাপন করতে পারি, যা এসেছে একমাত্র মানুষের কল্যাণের জন্য। মানুষের উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টির জন্য নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

আল্লাহ তোমাদের জন্যে সহজসাধ্যতা চান, কঠিনতা চান না



ফিলিস্তিনি ভাইদের প্রতি

আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইদের বলছি, নিঃসন্দেহে তোমাদের সন্তানদের রক্ত সেতো আমাদের সন্তানদেরই রক্ত। তোমাদের রক্ত সেতো আমাদেরই রক্ত। এই রক্তের বদলা আমরা রক্তের মাধ্যমেই নেব এবং এই ধ্বংসযজ্ঞের বদলা আমরা ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমেই নেব। আমরা মহান আল্লাহ তা'আলাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমরা কখনোই তোমাদেরকে অপদস্থ করবো না যতক্ষণ না আমরা বিজয় অর্জন করে নেব, অথবা শাহাদাতের সেই স্বাদ আস্বাদন করব, যা আস্বাদন করেছিলেন হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব।



কে কাকে রক্ষা করবে?

আফগানিস্তানে আত্মাশন পরিচালনাকারী আমেরিকান বাহিনী স্বীয় দলবল এবং সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এখন আফগানের কাদামাটিতে আটকে পড়তে শুরু করেছে। ভারী আশ্চর্যের বিষয় হলো, যেই ত্রুসেডার আমেরিকা এসেছিলো কাবুলে সরকারি প্রশাসনকে মুজাহিদদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে, এখন আল্লাহর সৈনিক মুজাহিদ ভাইদের অব্যাহত আক্রমণের মুখে তারাই নিজেদের জান বাঁচাতে আফগান সরকারি বাহিনীর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। এখন প্রশ্ন হল, এখন কে কাকে রক্ষা করবে?



আমরা তোমাদের লাক্ষিত করবো না

আমরা আমাদের বন্দী ভাইদের বলছি, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বন্দি মুক্তির আদেশ দিয়েছেন জান ও মালের মাধ্যমে। আর আল্লাহর শপথ আমরা তোমাদেরকে কখনো লাক্ষিত করব না। তোমরা যেমন দুঃখ-দুর্দশায় ভুগছো, আমরাও তেমন ভুগছি। জেনে রেখো, এই উম্মাহ কখনো তাদের বন্দী ভাইদের ছেড়ে চলে যাবে না এবং এই পথ থেকে সরে দাঁড়াবে না। অতএব তোমরা সবর করো! সুসংবাদ গ্রহণ করো! এবং তোমাদের ভাইদের ব্যাপারে কল্যাণের প্রত্যাশা করো! মনে রেখো, প্রতিটি জিনিস ভাগ্যের ফয়সালা অনুযায়ী হয়। এবং আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তোমরা বিশেষভাবে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেই হাদিস মনে রেখো, যেখানে বলা হয়েছে-

احفظ الله يحفظك

তুমি আল্লাহর হুকুম গুলো যথাযথভাবে পালন করো, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন।



যারা মুজাহিদ্দীনের কাতারে ফাটল ধরায়

নিঃসন্দেহে যারা মুজাহিদ্দীনের কাতারে ফাটল সৃষ্টি করে, তাদের একতা ও ঐক্যবদ্ধতার মাঝে চিড় ধরাতে চায় এবং যারা মুজাহিদদের মাঝে ভাতৃঘাতী লড়াই উসকে দিতে চায়, মূলত তারা তাদের হাতে আমেরিকার উদ্দেশ্যই বাস্তবায়ন করছে।



সুউচ্চ সংকল্প

মুসলিম উম্মাহ আজ এমন এক ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রম করছে যে, পুরো পৃথিবীর কুফুরী শক্তি তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে। তারা বলছে -

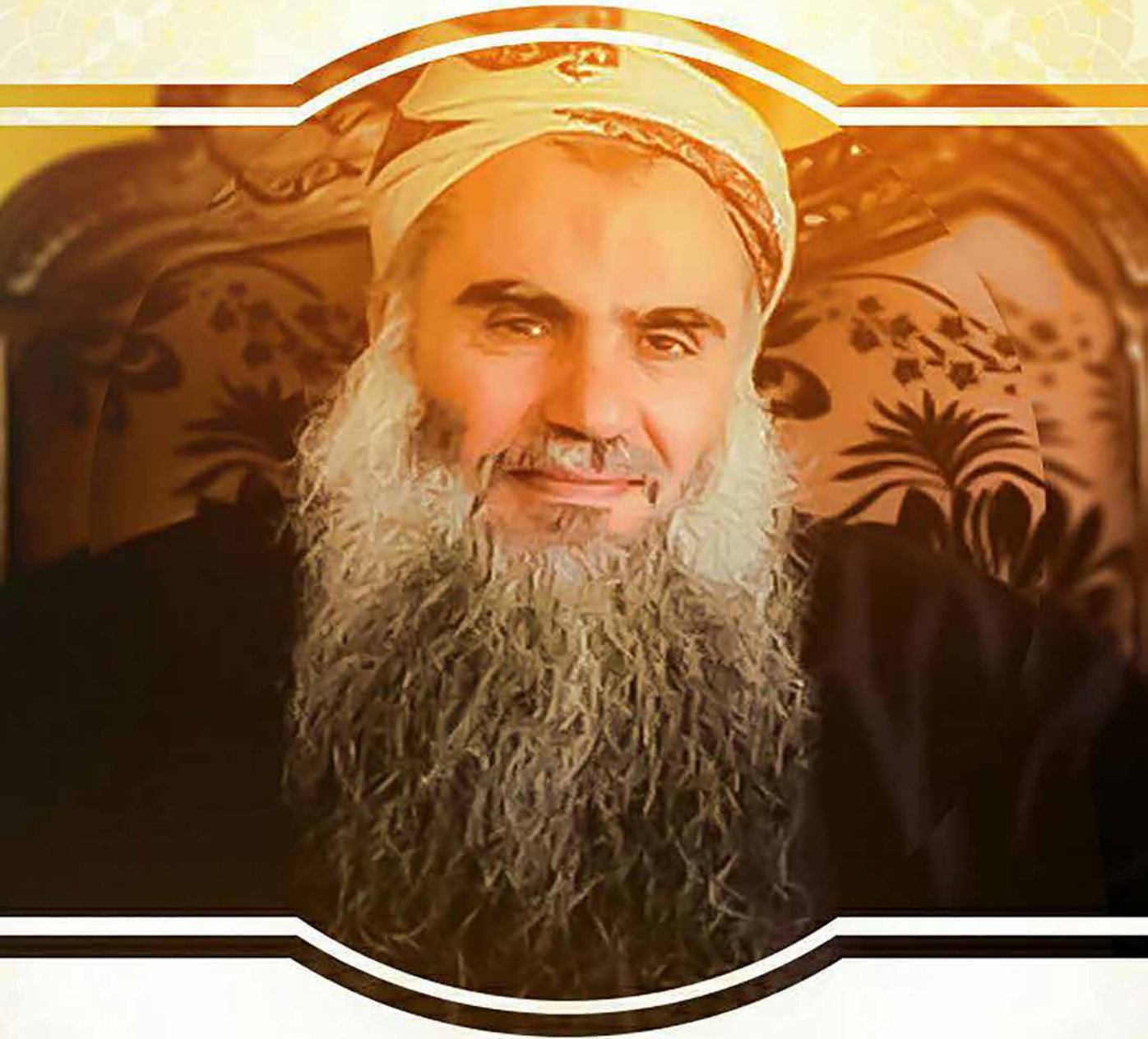
لتخرجن من ارضنا ولتعودن في ملتنا

আমরা তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে চির বিদায় করে দেব, অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মে ফিরিয়ে আনব। কিন্তু মুমিনের হৃদয় যুগের তাণ্ডতের সামনে মাথা নত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাদের এমন সব বৈশ্বিক শক্তি ও সামরিক বেষ্টনী থাকা সত্ত্বেও, যা সকল মানুষকে সন্ত্রস্ত করে রাখে তবে যারা পবিত্র হৃদয় উচ্চ সংকল্পের অধিকারী তারা কখনো অপমান লাঞ্ছনাকে মেনে নেয় না।



আমাদের উচিত পথ তৈরি করা

আমাদের উচিত পথ তৈরি করা। আমরা অতিসত্বর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে অতিথিদের মিছিলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করব। যাদের নিয়ে আল্লাহ ফেরেশতাদের সঙ্গে গর্ব করেন। আমরা কাফেলার সঙ্গে অতিসত্বর মিলিত হবো। জানো কোন সে কাফেলা ?



বিজয়ের চাবিকাঠি

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের সততার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল, আল্লাহ তা'আলা বিজয়ের মাধ্যমে তাদের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। সেই বিজয় এমন এক প্রতিকূল সময়ে এসেছে, যখন বিজয়ের কোন আশা মাত্র ছিল না। যেন সৃষ্টিজগত জেনে নেয় যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আর মাখলুকের ক্ষমতা কোন ক্ষমতাই নয়। আর নিঃসন্দেহে সত্য আল্লাহর সঙ্গে। এবং আল্লাহর আদেশের সামনে মাখানত করাই সফলতা ও উত্তম পরিণামের একমাত্র চাবিকাঠি



জিহাদের পথ

নিঃসন্দেহে আল্লাহর পথে জিহাদ চলতে থাকবে। এবং এই পথে সর্বদাই বিপদ আসতে থাকবে। যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করছে এবং বিভিন্ন কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছে প্রতিদানের ক্ষেত্রে তাঁরা এবং আমাদের কারাবন্দি ভাইয়েরা একই সাথে সমান অংশীদার। এবং আমরাও তাঁরা একই পথের পথিক।



আমরা অব্যাহতি দিযোনা, অব্যাহতি চাযোও না

আল্লাহর অনুগ্রহে মুজাহিদরা আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির সাথেই রয়েছে। তারা আল্লাহর সঙ্গে তাদের ওয়াদা অনুযায়ী জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ থেকে অব্যাহতি নেবে না এবং অব্যাহতি প্রার্থনাও করবে না। এবং এই উম্মাহর সঙ্গে তারা যে ওয়াদা করেছে যে, তাদেরকে সকল প্রকার জুলুম-অত্যাচার, অধীনতা ও আত্মসন থেকে মুক্ত করতে প্রয়োজনে ছোট বড় সকল কিছু বিলিয়ে দিবে, তারপরও এই পথ থেকে পিছু হটবে না। যাবত না

حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله

এই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী ফিতনা নির্মূল হবে এবং দিন পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে।



কোরআন

কোরআন আমার বেদনাকে আনন্দে পরিণত করেছে। কুরআন আমার অপছন্দ কে পছন্দে, আর বিপদ-আপদ কে উপহারে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর, যিনি আমাকে ঈমান, ইসলাম ও কোরআনের নেয়ামত দান করেছেন। তাই তো আমি আল্লাহকে ডেকে বলি... (কবিতা)

হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাদের হেদায়েত না করতেন, আমরা ধৈর্যধারণ করতাম না এবং নামাজ আদায় করতাম না। তাগুতি শক্তি আমাদের উপর সীমাহীন অত্যাচার করেছে। তারা যখনই আমাদের কোন ফিতনায় নিপতিত করতে চেয়েছে, আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। অতএব হে আল্লাহ! আমাদের উপর সাকিনা নাযিল করুন। এবং যখন আমরা আপনার সাক্ষাতে দাঁড়াবো তখন আমাদের পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখুন।